4

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03. AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

(১২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস রাজনৈতিক ঃ ভি সি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা বহিরারোপিত এবং এর কারণ ও চরিত্র রাজনৈতিক। কেবলমাত্র জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে সন্ত্রাস বন্ধ করা যেতে পারে।

গতকাল এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন।

কোন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে হয় সে বিষয়ে বিবৃতিতে তিনি একটি ব্যাখ্যাও প্রদান করেন।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, ৩০ জুলাই ক্যাম্পাসে দীর্ঘ তিনঘন্টা ধরে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে গোলাগুলি হয়। দুটি স্কুলে শত শত শিশুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং কয়েকশত শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

রাজনৈতিক ঃ ভি সি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থায় ছিলেন। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা না হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ না দেয়া হয় তাহলে ঘটনাবলী আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করবে, যার ফলে হয়তো বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটার আশংকা ছিল। একথা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। কিন্তু সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার 'বেদনাদায়ক' সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে কেবলমাত্র আরও ভয়াবহ ও দুঃখবহ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য।

বিবৃতিতে জনাব মনিরুজ্জামান মিঞা আশা প্রকাশ করেন যে, সন্ত্রাস বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা শীঘ্রই তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌছাবে। তিনি আরও বলেন, "আমরা জেনেছি যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনা হবে। আমরা আশা করব যে, সন্ত্রাসের উৎস কোথায়, সন্ত্রাস কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না, সন্ত্রাস কিভাবে দমন করা যেতে পারে এবং সন্ত্রাস দমনে কার কি দায়িত্ব তা খোলাখুলিভাবে আলোচিত হবে এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যা দায়িত্ব তা পালন করতে কর্তৃপক্ষ সবসময় আন্তরিক।"

বিবৃতিতে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া এবং সুস্থ, সুন্দর শিক্ষাজীবন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মহল সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জুলাই সংঘটিত ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা করেছে।

গতকাল সমিতির সভাপতি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য আগামীকাল সকাল এগারটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।